৩৮

তারিখ ... 12 MAY 1997 ...
পৃষ্ঠা ..১১.. কলাম ..৭......

দৈনিক বাংলা

সেমিনারে অধ্যাপক শামসুল হক

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন প্রয়োজন

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ইউএনডিপি'র সহযোগিতায় 'উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য' শীর্ষক এক সেমিনারে বক্তারা একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমকে যুগোপযুগী ও বাস্তবভিত্তিক করার ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। বক্তারা অভিমত প্রকাশ করেন দেশের আর্থ-সামাজিক চাহিদার প্রেক্ষিতে কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষাকে প্রাধান্য দেয়া প্রয়োজন। 'সবার জন্য শিক্ষা'-অর্থবহ করতে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম ক্যারিকুলাম ও শিক্ষা পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করতে হবে।

বাংলাদেশ টেক্সট বুক বোর্ড মিলনায়তনে শনিবার সকালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হায়ার সেকেন্ডারী এডুকেশন প্রজেক্ট-এর উদ্যোগে এক সেমিনারের বক্তারা এ কথা বলেন। দিনব্যাপী সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব অধ্যাপিকা শামসুল হক। তিনি সেমিনারে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রজেক্ট সাপোর্ট তাহমিনা হোসেন। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক ইউনিয়নের প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর অধ্যাপক সালেহ মতিন। হায়ার সেকেন্ডারী এডুকেশন প্রজেক্টের টীম লীডার ব্যারী টেলর সূচনা বক্তব্যে সেমিনারের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। দিনব্যাপী সেমিনারটি ৪টি ভাগে বিভক্ত ছিল। এগুলো হচ্ছে উদ্বোধনী পর্ব, সেমিনার পর্ব, গ্রুপভিত্তিক আলোচনা ও সমাপনী পর্ব।

মূল প্রবন্ধে শিক্ষানীতি প্রণয়ন সম্পর্কিত জাতীয় কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক শামসুল হক একবিংশ শতাব্দীকে সামনে রেখে দেশের শিক্ষাক্রমকে প্রণয়নের ওপর তাগিদ প্রদান করেন। তিনি বলেন, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাকে দেশের উন্নয়নের সঙ্গে লক্ষ্য রেখে গড়ে তুলতে হবে। আমাদের দেশে মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। তিনি বলেন, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ক্যারিকুলাম পরিবর্তন প্রয়োজন। অর্থবহ শিক্ষা নিশ্চিত করতে পারলেই দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত ও অর্থবহ হবে। তিনি তাঁর প্রবন্ধে ইঙ্গিত লক্ষ্য অর্জনে ৩ দফা সুপারিশমালা উপস্থাপন করেন। এর মধ্যে আছে শিক্ষার হার পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধির লক্ষ্যে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা। এনজিওদের সম্পৃক্তকরণ, প্রাথমিক শিক্ষাকে গতিশীল ও দৃঢ়করণ, প্রাথমিক শিক্ষা পঞ্চম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীতকরণ, প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে বাংলা ভাষায় শিক্ষা-গ্রহণের ব্যবস্থা চালুকরণ এবং মাধ্যমিক স্তর নবম ও দশম শ্রেণীসহ একাদশ ও দ্বাদশ পর্যন্ত উন্নীতকরণ। তিনি শিক্ষকদের শিক্ষাদানের পদ্ধতি পরিবর্তনের ওপর তাঁর প্রবন্ধে সুপারিশ রেখেছেন।

স্বাগত ভাষণে অধ্যাপক সালেহ মতিন বলেন, শিক্ষাকে দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে হবে। বাস্তবতার নিরিখে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। যাতে দক্ষ জনশক্তি গড়ে ওঠে।

ইউএনডিপি'র সহযোগিতায় পরিচালিত এই প্রকল্পের টিম লীডার ব্যারিটেলর বলেন, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষায় গুণগত পরিবর্তন ঘটিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রতিযোগিতামূলক কর্মক্ষেত্রের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশে শিক্ষার গুণগতমান নিম্ন। কর্মের সঙ্গে সংযুক্তি রেখে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। তিনি বিদেশে বাংলাদেশী ছাত্রছাত্রীদের সমস্যার কথা উল্লেখ করে বলেন, এদের প্রধান সমস্যা ইংরেজী ভাষা না জানা এবং যে বিষয়ের ওপর উচ্চতর ডিগ্রী নিতে চায় সে সম্পর্কে তাদের ধারণা কম। ব্যারি টেলর এ বিষয়ে শিক্ষাবিদদের অভিমত ও মূল্যায়নের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।

সভাপতির ভাষণে অধ্যাপিকা তাহমিনা হক একটি যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, আমাদের শিক্ষার্থীরা কঠিন জিনিস সহজেই মুখস্ত করে ফেলতে সক্ষম কিন্তু মৌলিক বিষয় সহজে আত্মস্থ করতে পারে না। শিক্ষা এখন মুখস্থবিদ্যা নির্ভর হয়ে গেছে। তিনি বলেন, এই ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে হবে।

অন্যান্য পর্বে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ কাজী সালেহ আহমেদ, ডঃ খালেদা সালাহউদ্দীন, মোহাম্মদ মোহিদুল ইসলাম, ডঃ আবু হোসেন সিদ্দিক, ডঃ লতিফুর রহমান গ্রুপভিত্তিক বিভিন্ন সুপারিশমালা উপস্থাপন করেন। সমাপনী বক্তব্য রাখেন প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর অধ্যাপক আজহার আলী।